দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

০৯

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস॥ শিক্ষক সঙ্কট হতে পারে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ডিগ্রী পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করছে শতকরা মাত্র সাড়ে পাঁচ ভাগ শিক্ষার্থী। এসএসসিতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ১৮ জন।

বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাওয়ায় শিক্ষা সচিব দেশে বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্কট দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। জানা যায়, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারে প্রার্থীর অভাবে শূন্যপদ পূরণ করতে পারছে না। এসব বিষয়ে পড়াশোনা করার পরও ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট ক্যাডারে পছন্দক্রম দিতে অনীহা প্রকাশ করছে। পিএসসি প্রার্থীদের এ প্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।

জানা যায় এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রী পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে। নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ গ্রহণ করছে শতকরা ১৮ জন ছাত্রছাত্রী। এদের অধিকাংশই এইচএসসি এবং ডিগ্রীতে বিজ্ঞান পরিবর্তন করে। '৯৫ সালে যশোর বোর্ডে মোট এসএসসি পরীক্ষা দেয় ১ লাখ ৪২ হাজার ৩শ' ৬৭ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে সাধারণ বিজ্ঞানে পরীক্ষা দেয় ২৬ হাজার ১শ' ১০ জন। বাকি ১ লাখ ১৬ হাজার ২শ' ৫৭ জনই সমাজবিজ্ঞান বিভাগের।

সম্প্রতি প্রকাশিত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞান শিক্ষার যে করুণ দৃশ্য দেখা গেছে তা উদ্বেগজনক। ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে মাত্র সাত হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। এই সাত হাজারের মধ্যে গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছে মাত্র সাত শ' জন।

শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অনীহায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেন, অচিরেই মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্কট দেখা দেবে।

জানা যায় আশির দশক পর্যন্ত মেধাবী ছাত্ররাই নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পছন্দ তালিকায় স্থান দিত। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়সমূহে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের গণ্য করা হতো কম মেধাবী হিসাবে। প্রায় সব মা- বাবাই সন্তানদের বিজ্ঞান পড়াতেন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে গড়ে তোলার আশায়। কিন্তু এ দু'টি ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমার একটি কারণ বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

এদিকে বিজ্ঞানে এসএসসি পাস করার পরও পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা বিভাগ পরিবর্তন করছে। এইচএসসি ও ডিগ্রীতে তারা স্বাগত জানাচ্ছে মানবিক অথবা বাণিজ্য শিক্ষাকে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এসএসসি পর্যায়ের পর বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে পড়াশোনার চাপ বেশি। পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি ছাত্রদের প্রায় সারা দিন ব্যয় করতে হয় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। তা ছাড়া দেশের প্রায় অধিকাংশ কলেজে পর্যাপ্ত ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বেসরকারী কলেজগুলোতে ব্যবহারিক সরঞ্জামের অভাবও প্রকট। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে বিএসসি পাস করার পরও বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্র কাঙ্ক্ষিত চাকরি পায় না। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে কম পড়াশোনা করেও বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মতোই সমান সুযোগসুবিধা পাচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহহীনতার জন্য এসব কারণও দায়ী বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

জানা যায় পিএসসিতেও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার প্রভাব পড়ছে। সকল ক্যাডারের পরীক্ষা এক সাথে নেয়ায় পিএসসি টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারছে না। পিএসসি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারের প্রার্থীরা সাধারণ ক্যাডারে পছন্দক্রম দিচ্ছে। যে কারণে খালি থেকে যাচ্ছে টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল পদসমূহ। পিএসসি'র এ প্রতিবেদন বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ ও তা বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর প্রতি প্রার্থীদের নেতিবাচক মনোভাবকে প্রকাশ করে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, একটি বিশেষ মোহ ছাত্রদের নিজ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্যাডার ত্যাগ করে সাধারণ ক্যাডার গ্রহণে আকৃষ্ট করছে। যে কারণে তারা গোটা শিক্ষাজীবন নির্দিষ্ট বিষয় পড়াশোনা করেও তা পেশাগত জীবনে কাজে লাগাতে চাচ্ছে না।

পিএসসি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৩শ বিসিএস পরীক্ষায় চাকরির জন্য সুপারিশকৃত কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা ৬শ' ৭৫ জন। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাডারসমূহের বিভিন্ন পদের জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পছন্দক্রম প্রদান করে যথাক্রমে ৩শ' ৫০, ৩শ' ১৪, ২শ' ৯৫, ২শ' ৯৫, ২শ' ৯৬ ও ২শ' ৮৬ জন পার্থী। কমিশন প্রার্থীদের এ প্রবণতার সঠিক কারণ অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।